

medium.com

## “মুক্তমনাদের গুরু অভিশপ্ত অভিজিৎ রায়কে হত্যার দায় স্বীকারের বার্তা”

এসো কাফেলাবদ্ধ হও

5 - 6 minutes

“মুক্তমনাদের গুরু অভিশপ্ত অভিজিৎ রায়কে হত্যার দায় স্বীকারের বার্তা”

আস-সালামু আলাইকুম।

সকল প্রসংশা একমাত্র আল্লাহর জন্যই এবং দরুদ ও সালাম তার প্রিয় বান্দা ও রাসূল মুহাম্মাদ (সাঃ) এর প্রতি

আল্লাহর সাহায্যে আপনাদের প্রিয় বাংলার মু'জাহিদ্দীনরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিতরে আল্লাহ ও রাসূল (সাঃ) এবং ইসলামের এক শত্রু অ'ভিজিত রায় কে ক\*তল করেছে।

সে আমেরিকার বেতনভুক্ত এক নাস্তিক যে তার বই, ব্লগ এবং বিভিন্ন সামাজিক মাধ্যমে বহু আগে থেকেই আল্লাহ ও রাসূল (সাঃ) এবং ইসলাম কে নিয়ে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ ও ক-টুক্তি করে আসছে।

সে অনেক বছর ধরে নাস্তিকতার আড়ালে ইসলামকে, পবিত্র আল্লাহ এবং মুহাম্মদ (সঃ)-কে নিয়ে ক-টুক্তি করছে এবং এগুলো ছড়ানোর জন্য 'মুক্ত-মনা' নামে ব্লগ তৈরি করাসহ বই ও আর্টিকেল লিখত।

তার অসংখ্য অপরাধ হওয়াই আমরা এখানে সব তুলে ধরছি না।

কেউ ব্যক্তি জীবনে নাস্তিক হলেই তাকে মুজাহিদ্দীনরা টার্গেট করেছে না, টার্গেট শুধু তারাই যারা নাস্তিকতার আড়ালে রাসূল (সাঃ), ইসলাম এবং মহান আল্লাহকে কটুক্তি করছে

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেছেনঃ

قُلْ أِبَاللّٰهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِؤْنَ. لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ إِنْ نَعْفُ عَنْ طَائِفَةٍ مِّنْكُمْ نُعَذِّبْ طَائِفَةً بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ

"আপনি বলুন, তোমরা কি আল্লাহর সাথে, তাঁর হুকুম আহকামের সাথে এবং তাঁর রসূলের সাথে ঠাট্টা করছিলে?

হলনা কর না, তোমরা যে কাফের হয়ে গেছ ঈমান প্রকাশ করার পর।

তোমাদের মধ্যে কোন কোন লোককে যদি আমি ক্ষমা করে দেইও, তবে অবশ্য কিছু লোককে আযাবও

দেব। কারণ, তারা ছিল গোনাহগার"।

-সূরা তাওবাঃ ৬৫-৬৬

একিউ'র বাংলাদেশ শাখার আ-নসার

আ-ল ই-সলামের মুজাহিদ ভাইদের

শরীয়ত সম্মত টাগেটি সমূহ ;

মুজাহিদ্দীনদের টাগেটিগুলো হচ্ছেঃ

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেছেনঃ

قُلْ أَلِلَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِؤُونَ. لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ إِنْ نَعْفُ عَنْ طَائِفَةٍ مِّنْكُمْ نُعَذِّبَ طَائِفَةٌ بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ

"আপনি বলুন, তোমরা কি আল্লাহর সাথে, তাঁর হুকুম আহকামের সাথে এবং তাঁর রসুলের সাথে ঠাট্টা করছিলে? ছলনা কর না, তোমরা যে কাফের হয়ে গেছ ঈমান প্রকাশ করার পর।

তোমাদের মধ্যে কোন কোন লোককে যদি আমি ক্ষমা করে দেইও, তবে অবশ্য কিছু লোককে আযাবও

দেব। কারণ, তারা ছিল গোনাহগার"। -সূরা (তাওবাঃ ৬৫-৬৬)

মুজাহিদ্দীনদের টাগেটিগুলো হচ্ছেঃ

১। রাসুল (সাঃ)-কে হেয়'কারী, ক'টুভিকারী না'স্তিকগোষ্ঠী।

উল্লেখ্যঃ কেউ ব্যক্তিজীবনে নাস্তিক হলেই মুজাহিদ্দীনরা তাকে টাগেটি করছেন না।

বরং টাগেটি শুধু তারাই যারা না'স্তিকতার আড়ালে রাসুল (সাঃ), ইসলামকে ক'টুভিকারছে।

২। যারা নিজ নিজ পরিমন্ডলে যে কোন ভাবেই হোক ইসলামী শরীয়াতের আহকাম পালনে বাঁধা দিচ্ছেঃ

- হোক সে কোন ভার্টিসিটি-কলেজ-স্কুলের প্রধান-শিক্ষক।

- কিংবা কোন এলাকার মেয়র-মোড়ল- মাতব্বর।

- কিংবা কোন প্রতিষ্ঠানের প্রধান।

- কিংবা কোন বিচারক-আইনজীবী-চিকিৎসক।- ইত্যাদি।

৩। যারা লেখনীর মাধ্যমে ইসলামের যে কোন দিককে ইচ্ছাকৃতভাবে বিকৃত করে উপস্থাপনের মাধ্যমে সাধারণ মুসলমানদেরকে ইসলাম থেকে দূরে সরানোর পশ্চিমা-ভারতীয় এজেন্ডা বাস্তবায়নে তৎপরঃ

- হোক সে কোন গল্পকার-ঔপন্যাসিক।

- কিংবা কোন কবি-বুদ্ধিজীবী।

- কিংবা কোন পত্রিকার সাংবাদিক-সম্পাদক।

- কিংবা কোন নাট্যকার-সিনেমা প্রযোজক-অভিনয় শিল্পী। - ইত্যাদি।

৪। যারা নিজেদের বক্তৃতা-বিবৃতির মাধ্যমে ইসলামী শরীয়াতের বিরোধিতা করছে, ইসলামী শরীয়াতকে নিয়ে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য, কটুভিকার করছে।

৫। যারা এই মুসলিম সমাজে বিভিন্ন প্রকার অশ্লীলতা-বেহায়াপনা ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে দেয়ার সাথে যুক্ত।

উল্লেখ্যঃ ইসলামী শরীয়াত অনুযায়ী, ‘ব্যক্তিগতভাবে কোন হারাম কাজ করা’ আর ‘সমাজকে কোন হারাম কাজের দিকে নিয়ে যাওয়া’ এর মাঝে আকাশ-পাতাল পার্থক্য আছে।

৬। যারা এদেশের শিক্ষা-সংস্কৃতি- অর্থনীতি থেকে ইসলামী শরীয়াতের অবশিষ্টাংশকেও ছেটে ফেলার অপচেষ্টা করছে।

৭। যারা এই জমীনে দীন ইসলামের আলোকে নিভিয়ে দেয়ার জন্য তৎপর।

মূলকথাঃ যারাই আল্লাহ, তাঁর রাসুল (সাঃ) ও তাঁর দ্বীনের বিরুদ্ধে লেখনী- কথা- কাজের মাধ্যমে বিরোধিতা-যুদ্ধে লিপ্ত, এমন সকল মুরতাদ ও ইসলামের শত্রুরাই মুজাহিদ্দীনদের টার্গেট ইনশাআল্লাহ।

কোন সাধারণ মুসলমান, সাধারণ হিন্দু- বৌদ্ধ-খ্রীষ্টান কিংবা যারা আল্লাহর দ্বীনের সাথে শত্রুতা করছে না, তারা কখনোই মুজাহিদ্দীনদের টার্গেট নয়

যদিও ‘হলুদ আলো’ (প্রথম আলো) ধরনের কুফরীপন্থী পত্রিকাগুলো হলুদ সাংবাদিকতার মাধ্যমে মুজাহিদ্দীনদের বিরুদ্ধে এই অপপ্রচার চালায়।

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন যেনো মুজাহিদ্দীনদের হাতে তাঁর শত্রুদেরকে শাস্তি প্রদান করেন এবং মুমিনদের অন্তরকে প্রশান্ত করেন।

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন যেনো এই জমীনে ইসলামী শরীয়াতকে বিজয়ী করে দেন। নিশ্চয়, বিজয় শুধুমাত্র আল্লাহর কাছ থেকেই আসে।

তিনিই আমাদের একমাত্র সাহায্যকারী, আমাদের একমাত্র অভিভাবক। আমরা শুধু তাঁরই ইবাদত করি ও তাঁর কাছেই সাহায্য চাই।

তিনিই সকল প্রশংসার একমাত্র যোগ্য। সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক নবী মুহাম্মাদ (সাঃ) এর উপর।

তবে এই লিষ্টটির ব্যাপারে জেনে রাখা ভাল যে,  
এটি অনেক প্রাথমিক অবস্থায় আ'নসার আ'ল ই'সলামের টার্গেট লিষ্ট ছিল।

সম্প্রতি আ'ল-কায়ে'দা উপমহাদেশ থেকে 'আচরণবিধি' প্রকাশিত হবার পর নিশ্চয়ই এখন প্রাক্তন আ'নসার আ'ল ই'সলাম,  
বর্তমান আ'ল-কা'য়েদা উপমহাদেশ (বাংলাদেশ শাখা) এর টার্গেট আচরণবিধি অনুযায়ীই হবে।

আল্লাহ সকল মুজাহিদ্দীনকে হেফাজতে রাখুন। উমরাগণের দেয়া টার্গেট অনুযায়ী কাজ আঞ্জাম দেয়ার তৌফিক দিন।

উৎস ; দাওয়াহ ইলাল্লাহ ফোরাম